"জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

পটভূমি ঃ

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমারা সাংবিধানিক ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ণের কথা বলা হয়েছে। এ সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে (যেমন-সিডও)। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ আমাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দায় হিসাবেও আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কৌশল পত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন নারী বান্ধব উদ্যোগের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটি মডেল হিসাবে গণ্য হচ্ছে, সেখানেও বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামগ্রীক অগ্রযাত্রা ও নারীর অগ্রযাত্রা পরস্পর পরিপূরক। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নারীর সাফল্য, নারীর জীবন সংগ্রাম, নারীর উন্নয়ন গোটা জাতির সামনে তুলে ধরা আবশ্যক।

নারী সমাজের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা দূর করে নারীদেরকে সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করার শক্তিতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উৎযাপন কালে দেশব্যাপী "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি অভিনব প্রচারাভিযান শুরুর প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃনমূলের সকল নারী তথা জয়িতাদের অনুসন্ধান করে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান অন্যান্য নারীদেরকে অনুপ্রানীত করবে, সমগ্র সমাজ মানস নারী বান্ধব হবে এবং এতে করে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। প্রসঙ্গঁত: উল্লেখ্য, জয়িতা হচ্ছে সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর একটি প্রতিকী নাম। কার্যক্রমটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর দেশ ব্যাপী পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ

১। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণীত করা।

২। নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধে উঠে দিবস গুলো যথাযথ ভাবে উদযাপন করা।

পাঁচটি ক্যাটাগরীর জয়িতা ঃ

প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপ পাঁচ ক্যাটগরীতে জয়িতা নির্বাচনের প্রস্তাব করা হচ্ছে ঃ

ক) **অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ** একজন নারী যিনি স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে (যেমন: একজন নারী যিনি এলাকার বাজারে প্রথম দোকান দিয়েছেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং এগিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। কিংবা একজন নারী যিনি নিজে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন)।

খ) **শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ** একজন নারী যিনি নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন (যেমন: একজন অদম্য নারী যিনি দারিদ্র্য ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে জয় করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিংবা যিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথবা যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন)।

গ) **সফল জননী নারী ঃ** একজন নারী যিনি একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যারা বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যেমন: একজন বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারী যার সকল সন্তানই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)।

ঘ) **নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ঃ** নির্যাতনের শিকার নারী যিনি আবারও চেষ্টা করে নির্যাতনের বিভীষিকা পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করে সফল হয়েছেন (যেমন: একজন নারী যার হাতের আঙ্গুলগুলো তার স্বামী কেটে দিয়েছিল শুধু পড়ালেখা করতে চাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি, পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন কিংবা একজন নারী যিনি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারপরও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

ঙ) **সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী ঃ** সমাজের যে কোন ধরনের অন্যায় বা অসংগতি, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে যে নারী নানাবিধ সফল উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমাজ গঠনে প্রসংশনিয় অবদান রেখেছেন (যেমন: একজন নারী যিনি স্বউদ্যোগে দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন অথবা মাদকাসক্তি নির্মূলে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

তবে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ ক্রমে ক্যাটাগরী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন সংযোজনের সুযোগ থাকবে।

হাছিনা আক্তার
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিভিন্ন পর্যায়ে জয়িতা বাছাই প্রক্রিয়া ঃ

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরীতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত মহিলার প্রস্তাব সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত সহ উপজেলায় প্রেরণ।
- প্রত্যেক ক্যাটাগরীর জন্য মনোনিত শ্রেষ্ঠ মহিলাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড আউন্সিলর এর প্রত্যয়নসহ ইউনিয়ন কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে একজন করে শ্রেষ্ঠ মহিলার প্রস্তাব জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরীর প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বিভাগীয় কমিটি সকল জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে ২ জন করে ১০ জন (short list) শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবে এবং তা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন জয়িতার তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

বাছাই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত জীবনবৃত্তান্ত ছক ঃ (পৃথকভবে সংযুক্ত)

১। নারীর পরিচিতিমূলক তথ্যাবলী ঃ

নাম, ঠিকানা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সন্তানের সংখ্যা, পিতার নাম- ঠিকানা, স্বামীর নাম- ঠিকানা

২। নারীর আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

নারীর নিজস্ব সহায়-সম্পদ, পিতার ও স্বামীর আর্থিক অবস্থা। নারীর পূর্বের ও বর্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র।

৩। নারীর আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা সংক্রান্ত বিবরণ।

৪। কোন ক্যাটাগরীর জন্য নারীকে মনোনিত করা হয়েছে? বিস্তারিত কারণসহ (বুলেট ফরমে)।

৫। নির্বাচিত নারীর জীবন বৃত্তান্তটি এমন হবে যে, তা থেকে নারীর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রীক চিত্র পাওয়া যায় এবং যা ক্যাটাগরী ভিত্তিক মূল্যায়ণে সহায়ক ও সংগতিপূর্ণ হয়।

৬। প্রতিটি পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ যাচাইক্রমে সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষর।

পাঁচটি ক্যাটাগরীর মূল্যায়ন ছক ঃ

ক) **অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ**

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাফল্যের তুলনামূলক মূল্যায়ন	১০	
কর্মসংস্থানযোগ্যতা (Employability)	১০	
অনুকরনযোগ্যতা (Replicability)	১০	
প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
স্থায়িত্বশীলতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
অভিনবত্বের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
উদ্যোগটি অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণীত করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	

খ) **শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ**

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন	১০	
চাকুরীক্ষেত্রে অর্জন	১০	
পারিবারিক পশ্চাদপদতার মাপকাঠিতে অর্জন	১০	
সামাজিক প্রতিকূলতার মাপকাঠিতে অর্জন	১০	
দারিদ্রতার মাপকাঠিতে অর্জন	১০	
বিরল নজির সৃষ্টির মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	
অর্জিত সাফল্য অন্যান্যদেরকে অনুপ্রানিত করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন	১০	

হাসিনা ...
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গ) সফল জননী নারী ঃ

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
সন্তানদের সুশিক্ষার বিবেচনায় অর্জন	১০	
সন্তানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় অর্জন	১০	
সন্তানদের আর্থিক প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় অর্জন	১০	
জননীর আর্থিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
জননীর সামাজিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
পারিপার্শ্বিক বৈরীতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
জননীর একক (বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্ত/স্বামীর অসুস্থতা/পঙ্গত্ব ইত্যাদি) উদ্যোগের বিবেচনায় অর্জন	১০	

ঘ) নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ঃ

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
নির্যাতনের প্রকৃতির বিবেচনায় অর্জন	১০	
নির্যাতনের মাত্রার বিবেচনায় অর্জন	১০	
দারিদ্রের বিবেচনায় অর্জন	১০	
পারিবারিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন	১০	
সামাজিক প্রতিকূলতায় বিবেচনায় অর্জন	১০	
প্রাপ্ত পারিপার্শ্বিক সহায়তার বিবেচনায় অর্জন	১০	
অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার বিবেচনায় মূল্যায়ন	১০	

ঙ) সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী ঃ

নির্ণায়ক	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
অবদানের সামাজিক প্রভাবের বিবেচনায় মূল্যায়ন	১০	
পারিবারিক পশ্চদপদতার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
নারীর আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
অবদানের স্থায়ীত্বশীলতা	১০	
পারিবারিক ও পারিপর্শ্বিক সহায়তা বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
অন্যান্যদেরকে অনুপ্রানিত করার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন	১০	
সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় বিবেচনায় অবদানটির মূল্যায়ন	১০	

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।